ছোটগল্প

আগুনের পরশমণি

তৃপ্তি কবিরাজ

জিলা ছাপরা, ভৈঁসাপুরা গাঁও, ঈ হাম্‌রি আস্‌লি ঘর বা!' – নিজের মনেই কথাটা বলে বুড়ো রামঅবতার এদিক ওদিক দ্যাখে – কাকে বলল সে! কাকে! কাকে! – হবে ঈ দিবারকে! সামনে তার ইস্কুলবাড়ির শ্যাওলা ধরা দেওয়াল ছাড়া আর তো কিছু নেই। এই দেওয়ালের ধারে, কালভার্টের উপর লাল টুকটুকে একখানা প্লাস্টিকের চেয়ারে তার দিবারাত্র স্থিতি। সামনে টিনের ছাপরায় দু'গো কামরা, একটাও তার নসিবে নেই। দুই ছেলে, ছেলের বউ–রা ভাগাভাগি করে ওখানে রাজ করছে। রাতে একচিলতে বারান্দায় অথবা বড় ছেলে রামধনিয়ার চাকা লাগানো দোকানের ভিতর তাকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেঁধিয়ে থাকতে হয়। 'বিড়ি পিনা ভি বন্‌ধ। ঔর এক বাত! উসকো তো পুছোই মত্' – এক রাত্তিরে তো কাশতে কাশতে এমন তক্‌লিফ্ হচ্ছিল যে তালা খোলার জন্য রামধনিয়াকে ফোন লাগাতে হল। তালা খুলে বাছুয়ার কী রাগ! বলে কিনা, 'ঈস্ বুড়্‌ঢে কো তো মাহানান্দা ভী নেহি লেতা!'

বুড়ো আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবগতিক ঠাওর করে। জুন মাসের শুরু। বহুত গরম। তবে বৃষ্টি আসবে মালুম হচ্ছে। অবশ্য এখন বারিষ হলে বিশেষ কোনও ঝুট ঝামেলা নেই। লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ইস্কুলবাড়ির ভিতর পৌঁছে যেতে পারলেই – ব্যস্ আর কেউ পরিশান করবে না। ইস্কুলে গতকাল থেকে গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। আজও দু'চারজন বাঈ কাজ করছে। লোহার গেট ফাঁক করে ভিতরে ঢুকতেই হেড রাঁধুনি দিদি হাঁক দিল, 'কি দাদু, কী মনে করে? বুড়ো রামঅবতার বহুত দিন এই বাঈকে চেনে। সন্ধিয়া, না কি যেন নাম! আজকাল কারও নামধাম ঠিকঠাক মনে থাকে না। চোখেও থোড়াসা গড়বড় আছে। তাই সন্ধ্যার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ো বলল, 'এ্যাইসাই ঘুস্‌লাম। থোড়া দেখভাল করেই চলিয়ে যাব।'

সন্ধ্যা আর বীণাপাণি এগিয়ে আসে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'চলে যাবে কেন? বোসো। গতকালের মিড্ ডে মিলের মাংস–ভাত আছে। খাবে নাকি এট্টু?'

রামঅবতারের চোখে খুশির ঝিলিক। মুখে বলে, 'উ মানসো ভাত খানে মে বহুত মুসিব্বত আছে রে সন্ধিয়া। বহু, বেটা গুস্‌সা হোবে।'

– 'হ্যাঁ, কী যে বলো! তোমার বহু বেটা কতো তোমার খোঁজ নিচ্ছে!'

রামঅবতার মাথা দোলায়। কথাটা সন্ধ্যা ঠিকই বলেছে। 'দো টাইম রোটি আর থোড়াসা আচার!' – একে কি জিনা বলে! অথচ রামঅবতার যখন এই ইস্কুলবাড়ির দারোয়ান ছিল তখন তার আগেপিছে কতো স্যুট–বুট পরা বাবুরা ঘুরত। কবে ছুটি, কবে ভরতি, ফরম তোলা, হেডদিদিমণির সঙ্গে ভেট করাবার লিষ্টি বানানো – সব কুছ্ রামঅবতার। দু'দশ রুপিয়া ভি আসছিল জেব মে। লছমী মাঈ কি কিরপা। কিন্তু বেশিদিন এই কিরপা আর টিকলো কোথায়! – 'উ ক্যা লটারি–উটারি আ –কে সব বর্‌বাদ করিয়ে দিল!'

আকাশে কালো মেঘের উড়ন্ত ওড়না। কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু, সেগুন গাছগুলো বৃষ্টির আগমন বার্তায় উথাল–পাথাল। রামঅবতার গুটি গুটি রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে দরজায় মাথা সেঁধোল।

– 'কিতনা বদল গয়া সব কুছ!' – আগে কাঠের চুলায় ভাত ঔর সব্জি পাকাতো সন্ধ্যার মা, বিম্‌লা মাসি। এখন চুলা–উলা সব বাদ। গ্যাস ঔর ইস্টিলের বর্তন–উর্ত্তন ঘরে যেন রোশনি এনে দিয়েছে। রামঅবতার দু–চারবার কেশে গলা সাফ করল, তারপর নীচু গলায় বলল, 'দে রে বীণাপাণি, কী দিবি বলছিলি? ভাত–সাত আর এখন ভালো লাগে না। দু–গো চাপাটি ঔর এক কাপ চায় যদি দিতে পারিস তো রামজি কী বড়ি মেহেরবানি হোবে।'

বীণাপাণি একটু বিরক্ত হলেও একটা কাঠের টুল এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসো একটু, সন্ধ্যাদিকে ডাকছি। তুমি এতদিন ইস্কুলটার দেখাশোনা করলে, তা এটুকু পাওনা আছে বৈকি!'

রামঅবতার হাসার চেষ্টা করে কিন্তু বাইরে কথা শুনে মুখ শুকিয়ে যায়। ছোট্ট রামসিংহাসন বড়দিদিমণির সঙ্গে কীসব বাতচিত করছে, বলছে, 'দেখে লিবেন ম্যাডাম, ছুটটি কে টাইম এক গো আদমি ভি ভিতরে ঘুসতে পারবে না, সো যো ভি হো।'

রামঅবতার জানে রামুটা তার বাপুকেও কেয়ার করবে না। এখানে তাকে দেখলে সবার সামনেই এ্যাইসান গালিগালাজ করবে যে বাহার কী আদমি ভি পরিশান হয়ে যাবে। অথচ যখন রামঅবতার নোক্‌রি থেকে রিটায়ার করল তখন সে–ই দিদিমণিদের বলে কয়ে ছোট্ট রামসিংহাসনকে তার এতদিনের রাজ করা কুরশিতে বসিয়েছিল। ভেবেছিল – আপনা ঘরকা কোঈ থাকলে পুরানা জায়গায় আসতে পারবে।

ভয়ে রামঅবতার ঘরের কোণে চেপে বসে।

বীণাপাণি চোখ মিটমিট করে তাকে দেখে আর হাসে। তারপর আর চুপ করে থাকতে না পেরে সন্ধ্যাকে হাঁক দেয়, 'ও সন্ধ্যাদি! বুড়ো যে সিংহদাদার ভয়ে সিঁটিয়ে গেল গো। কী দেবে তাড়াতাড়ি দাও। খেয়ে–দেয়ে পালাক।'

সন্ধ্যা এতক্ষণ থালাবাটি গুনে গুনে থাক দিচ্ছিল। বলল, 'এই হয়ে গেল। দু'মিনিট। গ্যাস জ্বালাব আর চটপট দুটো পরোটা ভেজে দেব।'

রামঅবতার হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'আরে সো তো আমি এমনি মজাক করছিল। সচ্‌মুচ্ এখানে চাপাটি মিলবে কুথা থিকে?'

সন্ধ্যা বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মিলবে বৈকি! দ্যাখোই না আমি কি ম্যাজিক করি।'

রামঅবতার অবাক, 'গজব কী বাত! আজকাল মিড্ ডে মিল – মে পরাঠা হোচ্ছে! আটা ভি মিলছে! বড়ি মেহেরবানি সরকার কী!'

– 'রাখো তো তোমার সরকার! ও তো বড় ম্যাডাম নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিয়েছে। দিদিমণির সুগার আছে। মাঝে মাঝে তাই ক'টা রুটি গড়ে দিই।'

– ও সন্ধিয়া, তু তো বহুত বড়ি দিলকি আছিস রে। আজকাল কী লেড়কি তো ই সব কুছ্ ভাবে না' – আবেগে রামঅবতারের চোখ ছলছল করে। ছিল বটে তার বিবি ফুলমতিয়া আর বিটিয়া সুগন্ধিয়া।

সুখী তার খুব দেখভাল করত, এমন কি শ্বশুরাল যাবার পরও শুরুশুরুতে তার সঙ্গে বাতচিত করত ফোনুয়ায়, বলত, 'বাপু, আপনা খেয়াল রাখ্ না। মাঈ কো ভি দেখ্ না'।

– তা রামঅবতার কোনওদিন ফুলমতিয়াকে কষ্ট দেয়নি। চাওল, আটা, সব্জি, মছ্‌লি, দুধ–সুধ সবই ঠিকঠাক সওদা করত। খালি রাত কো থোড়াসা পিনা!

গ্যাসের নীল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাকে চাপাটি ভাজার গন্ধ আসে। দেখে, ফুলমতিয়া আপ্‌না ঘরকা ভৈঁসা ঘিতে কেমন আলুচোখা বানাচ্ছে। গিলাস মে ইলাইচি চায়। বাড়িতে ছ–গো ভ্যাঁয়েস। ফুলমতিয়া সকাল–বিকাল, মোষের দুধ যোগান দিতে যায় চারটে বাড়িতে। ফিরে এসে রোটি, সব্জি, চাপাটি পাকায় লাক্‌ড়ি জড়ো করে তাতে আগুন দিয়ে। অনেকসময় আগুন জ্বালাতে বহুত তকলিফ্ করতে হয়। একগলা ঘোমটা। ফুলমতিয়া যেন মাঝে মাঝে ঘোর লাগা শরাবী আঁখে গাঁজায় দম দেওয়া ভৈরবী বনে যায়। অদ্ভুত এক ভালোলাগায় রামঅবতার তখন যেন বহুত দূরের এক আজনবি ইন্‌সান!

ঠকাস্ করে স্টিলের থালাটা সন্ধ্যা সামনে বসিয়ে দিতেই রামঅবতার চমকে ওঠে। – 'আরে ঈ কা গজব!' ফুলমতিয়া কেমন করে সন্ধ্যা হয়ে গেল! – আসলে আজকাল চুপচাপ বসলেই আপনা ঘর–গাঁও, খেতি–বাড়ির কথা মনে পড়ে। মনে হয় কাউকে না বলে ইস্টিশানে গিয়ে ট্রেনে চেপে সিধা ভৈঁসাপুরা। কিন্তু সে হিম্মত কোথায়! – অথচ গাঁও

'কিতনা বদল গয়া সব কুছ!' – আগে কাঠের চুলায় ভাত ঔর সব্জি পাকাতো সন্ধ্যার মা, বিম্‌লা মাসি। এখন চুলা–উলা সব বাদ। গ্যাস ঔর ইস্টিলের বর্তন–উর্ত্তন ঘরে যেন রোশনি এনে দিয়েছে। রামঅবতার দু–চারবার কেশে গলা সাফ করল, তারপর নীচু গলায় বলল, 'দে রে বীণাপাণি, কী দিবি বলছিলি? ভাত–সাত আর এখন ভালো লাগে না